বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২
www.rdcd.gov.bd

স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৩২.২২.২০১.১৮(অংশ-১).৪৩২

তারিখ: ২৯ ভাদ্র ১৪২৯ / ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়: প্রস্তাবিত খসড়া **" সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০২২"** এর উপর মতামত প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৬.০৬.২০২২ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রস্তাবিত খসড়া **"সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০২২"** এর উপর পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত খসড়া " সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০২২" প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত খসড়া **" সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০২২"** এর উপর লিখিত আকারে মতামত জরুরিভিত্তিতে আগামী ২০.১০.২০২২ তারিখের মধ্যে ই-মেইলে (admin2.section@rdcd.gov.bd) (সফট কপি) ও হার্ড কপি প্রশাসন অধিশাখা-২ এ প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উক্ত সময়ের মধ্যে কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত পাওয়া না গেলে উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের কোনো মতামত নেই মর্মে ধরে নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, জনসাধারণের মতামতের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া " সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০২২" এর কপি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ওয়েবসাইট www.rdcd.gov.bd এ আপলোড করা হয়েছে।

১৩.০৯.২২

(সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮-০২-২২৩৩৫৫৫৬৩
admin2.section@rdcd.gov.bd

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

১. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. গর্ভনর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৫. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণারয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি: কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে।

১। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২। সচিবের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (প্রস্তাবিত খসড়া **" সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০২২"** এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

Scanned with CamScanner

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) যুগোপযোগী ও অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে
২৬.০৬.২০২২ তারিখ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংশোধনী প্রস্তাবনা (২৫/০৮/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পরিমার্জিত) :

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
ধারা-২	(১৩) "নিরীক্ষক" অর্থ কোন সমবায় সমিতির হিসাবপত্র নিরীক্ষার জন্য ধারা ৪৩ এর অধীনে নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;	(১৩) "নিরীক্ষক" অর্থ কোন সমবায় সমিতির হিসাবপত্র নিরীক্ষার জন্য ধারা ৪৩ এর অধীনে নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;	ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানকে অডিট করার সুযোগ দেয়া।
	১৭(খ) "বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক" এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক, যাহার মূল উদ্দেশ্য হইবে সমবায় সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ প্রদানের জন্য তহবিল গঠন;	১৭(খ) "বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক" এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ, যাহার মূল উদ্দেশ্য হইবে সমবায় সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ প্রদানের জন্য তহবিল গঠন।	ধারা-২৬ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২(১৭খ) সংশোধন করা প্রয়োজন। এই ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। *সমবায় ব্যাংককে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে।
ধারা-৪	অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জনস্বার্থে- (ক) কোন নির্দিষ্ট সমবায় সমিতিকে বা উহাদের কোন শ্রেণীকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত কোন শর্ত সাপেক্ষে বা নিঃশর্তভাবে অব্যাহতি দিতে পারিবে; (খ) নির্দেশ দিতে পারিবে যে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির কোন নির্দিষ্ট বিধান প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।	৪। অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।–সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অতিমারী, মহামারী, প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট দুর্যোগ বা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে জনস্বার্থে- (ক) কোন নির্দিষ্ট সমবায় সমিতিকে বা উহাদের কোন শ্রেণীকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত কোন শর্ত সাপেক্ষে বা নিঃশর্তভাবে অব্যাহতি দিতে পারিবে; (খ) নির্দেশ দিতে পারিবে যে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির কোন নির্দিষ্ট বিধান প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।	২০০১ সালের আইন প্রণয়নের পর থেকে শুধুমাত্র কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আইনের ৪ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করার জন্যই সংশোধন আনা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
ধারা ৮	সমবায় সমিতির শ্রেণীবিন্যাস- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন নিবন্ধনযোগ্য সমবায় সমিতিসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:		
	(ক) প্রাথমিক সমবায় সমিতি, অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি যাহার সদস্য সংখ্যা হইতেছে ন্যূনতম ২০ (কুড়ি) জন একক ব্যক্তি (Individual) এবং যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন: তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সমিতি উহার সদস্যদের জমি বন্ধক নিয়া ঋণ প্রদানের জন্য গঠিত হইলে উহা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক নামেও অভিহিত হইবে;	উপধারা ৮(ক) এ নতুন শর্তাংশ সংযোজন। আরো শর্ত থাকে যে, নিবন্ধনের পরবর্তীতে সমবায় সমিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) জন সদস্য ভর্তি করিতে পরিবে। ৩০০ জনের অধিক সদস্য ভর্তি করিতে হইলে নিবন্ধকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।	নিবন্ধনের পরবর্তীতে সমবায় সমিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নতুন সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে একটা সীমা নির্ধারণ করা ও পরবর্তীতে নতুন সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে যাচাইয়ের সুবিধার্থে নতুন সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে।
ধারা ৯	নিবন্ধন ব্যতীত 'সমবায়' শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ, ইত্যাদি ।-	উপধারা ৯(৫) নতুন সংযোজন (৫) কোন ব্যক্তি এই ধারার কোন বিধান লংঘন করিলে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সমবায় অধিদপ্তরের কোন কর্মচারি নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর অনুমতি গ্রহণ করিয়া তফসিল মোতাবেক আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।	সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মামলা দায়ের করার ক্ষমতা প্রদান।
ধারা ১০(৩)	সমবায় সমিতির নিবন্ধন।— (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিবন্ধক কোন আবেদন প্রাপ্তির পর অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীর নিকট	ধারা ১০(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিবন্ধক কোন আবেদন প্রাপ্তির পর অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীর নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র গ্রহণপূর্বক স্থানীয় তদন্ত করিতে পারিবেন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত	নিরপেক্ষতার স্বার্থে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত সংস্থা কর্তৃক তদন্ত/যাচাই এর বিধান অন্তভূর্ক্তকরণ।

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র চাহিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় তদন্ত করিতে পারিবেন।	সংস্থা কর্তৃক তদন্ত অথবা যাচাই করিতে পারিবেন।	
ধারা ১০(৬)		**উপধারা ১০(৬) নতুন সংযোজন** **(৬) নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতি ০৩ বছর অন্তর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন সনদ নবায়ন করিতে হইবে।**	সমবায় সমিতির কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়ন এবং কার্যকর সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যে।
ধারা ১৫(২)	সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন ও শেয়ার সম্পর্কে সদস্যগণের দায়-দায়িত্বঃ (২) কোন সমবায় সমিতির নিবন্ধনকালে উহার প্রত্যেক সদস্যকে অন্তত: একটি শেয়ার অভিহিত মূল্যে (face value) ক্রয় করিতে হইবে এবং পরবর্তী সময়ে নতুন সদস্যপদ লাভের জন্য বা কোন সদস্য কর্তৃক অতিরিক্ত শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অথবা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত শেয়ারের বাজার মূল্য (market value) সমিতিকে প্রদান করিতে হইবে, যাহা সমবায়ের নিজস্ব মূলধন হিসেবে পরিগণিত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সরকার ব্যতীত, কোন সদস্য বা ক্ষেত্রমত, সমিতি কোন সমবায় সমিতির মোট শেয়ার মূলধনের এক পঞ্চমাংশের অধিক শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না।	তবে শর্ত থাকে যে, সরকার ব্যতীত, কোন সদস্য বা ক্ষেত্রমত, সমিতি কোন সমবায় সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের ০৫ (পাঁচ) শতাংশের এর অধিক শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেনা।	সমবায় সমিতির সদস্যদের অধিকারকে সমুন্নত রাখা। ক্রয়যোগ্য শেয়ার স্পষ্টীকরণ, একক মালিকানা প্রতিরোধ করা জন্য
ধারা ১৭	(৩) প্রত্যেক সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা উহার নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবেঃ	ধারা ১৭(৩) প্রত্যেক সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা উহার নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন হইবার পর ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে	নির্দিষ্ট সময়ের বাধ্যবাধকতায় আইনের বিধান প্রয়োগে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	তবে শর্ত থাকে যে, সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্তরূপ সময়ের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে নিবন্ধক উক্ত সময়সীমা সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে। শর্তাংশ বিলুপ্ত হইবে।	
ধারা ১৭(১০)	সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির যে কোন বা সকল নির্বাচিত সদস্যকে বহিষ্কার করা যাইবে যদি এতদুদ্দেশ্যে উক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করা হয় তেব এইরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যই সভায় উপস্থিহ দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে।	ধারা ১৭(১০) বিলুপ্ত হইবে.	একই সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যকে বহিষ্কার এবং নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত নয়।
ধারা ১৭(১১)	১১) যে সাধারণ সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য বহিষ্কৃত হন সেই সভাতেই অপর একজন সদস্যকে তদ্‌স্থলে নির্বাচন করিতে হইবে এবং তিনি বা তাঁহারা উক্ত কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন।	ধারা ১৭(১১) বিলুপ্ত হইবে	একই সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যকে বহিষ্কার এবং নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত নয়। ধারা ২২ এ ব্যাখ্যা আছে।
ধারা ১৮	ব্যবস্থাপনা কমিটি ১৮(২)(খ) যেই সকল সমবায় সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ৫০% এর অধিক সরকারের মালিকানায় আছে বা যেই সকল সমবায় সমিতির মোট ঋণের বা অগ্রিমের ৫০% এর অধিক সরকার প্রদান করিয়াছে বা উক্ত সমিতির গৃহীত ঋণের ব্যাপারে সরকারের গ্যারান্টি রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে নিবন্ধক প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির এবং সরকার জাতীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ সদস্য	যেই সকল সমবায় সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে সরকারের মালিকানায় আছে বা যেই সকল সমবায় সমিতিতে সরকার ঋণ প্রদান করিয়াছে বা উক্ত সমিতির গৃহীত ঋণের ব্যাপারে সরকারের গ্যারান্টি রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে নিবন্ধক প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির এবং সরকার জাতীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে	নিবন্ধক প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ও সুসংহত করা এবং দ্রুততার সাথে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্তর কমানো।

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।	মনোনয়ন প্রদান করিবেন। ('৫০% এর অধিক, মোট ঋণের বা অগ্রিমের ৫০% এর অধিক' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে)	
ধারা ১৮(৭)	(৭) অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি ধারা (৬) এ বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক উপ-ধারা (৫) ও (৬) এ উল্লিখিত শর্ত ও সময়ের জন্য পুনরায় একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, বিলুপ্তকৃত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী কোন অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।	নতুন শর্তাংশ যোগ হইবে আরও শর্ত থাকে যে, সরকারী কর্মচারির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।	যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীর অপ্রতুলতা।
ধারা ২০(২)	শূন্য পদ পূরণ (২) কোন সমবায় সমিতির নির্বাচনে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে বিদ্যমান কমিটি সম্ভব হইলে উহার মেয়াদের মধ্যে বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধক কর্তৃক গঠিত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির শূন্য পদসমূহে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শূন্য পদে নির্বাচন করা না হইলে বা নির্বাচনের মাধ্যমে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল হইবে এবং এইক্ষেত্রে সমিতির কার্যক্রম নির্বাহ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য	(২) কোন সমবায় সমিতির নির্বাচনে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে বিদ্যমান কমিটি সম্ভব হইলে উহার মেয়াদের মধ্যে বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধক কর্তৃক গঠিত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত নির্বাচনের ১২০(একশত বিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির শূন্য পদসমূহে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে: তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শূন্য পদে নির্বাচন করা না হইলে বা নির্বাচনের মাধ্যমে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল হইবে এবং এইক্ষেত্রে সমিতির কার্যক্রম নির্বাহ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী অন্তর্বর্তী	বিধি মোতাবেক সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে।

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে।	ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে।	
ধারা ২১	সমবায় সমিতির কার্যাবলী পরিচালনার জন্য সরকারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারী প্রেষণে নিয়োগ-(১) যে সকল সমিতিতে সরকারের শেয়ার, ঋণ বা উক্ত সমিতির গৃহীত ঋণের ব্যাপারে সরকারের গ্যারান্টি রহিয়াছে সে সকল সমিতিতে সরকার, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে উহার কার্যাবলী নির্বাহের জন্য প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।	যে সকল সমিতিতে সরকারের শেয়ার, ঋণ বা উক্ত সমিতির গৃহীত ঋণের ব্যাপারে সরকারের গ্যারান্টি রহিয়াছে সে সকল সমিতিতে সরকার, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন কর্মকর্তাকে উহার কার্যাবলী নির্বাহের জন্য প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে। ('প্রথম শ্রেণির সরকারি' শব্দগুলি বিলুপ্ত হবে)	উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লি: এ নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে প্রেষণে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তার পরিবর্তে কর্মকর্তা শব্দটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ***
ধারা ২২(১)	ব্যবস্থাপনা কমিটি ভংগকরণ, দোষী সদস্যের বহিষ্কার ইত্যাদি।– (১) অষ্টম অধ্যায়ের অধীন সম্পাদিত নিরীক্ষা বা অনুষ্ঠিত তদন্তের ভিত্তিতে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা এই আইন, বিধি বা উপ-আইনের বিধান লংঘন করিয়া সম্পন্ন হইতেছে বা হইয়াছে এবং উক্ত লংঘনের ফলে সমিতির সাধারণ সদস্যদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইয়াছে বা হইবে বা সমিতি দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার ও কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত পরিস্থিতির জন্য নিবন্ধকের বিবেচনায় দায়ী সদস্য বা সদস্যগণকে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং শুনানীঅন্তে সন্তুষ্ট না হইলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশ	উপ-ধারা ২২(১) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে: অষ্টম অধ্যায়ের অধীন সম্পাদিত নিরীক্ষা বা অনুষ্ঠিত তদন্তের ভিত্তিতে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা এই আইন, বিধি বা উপ-আইনের বিধান লংঘন করিয়া সম্পন্ন হইতেছে বা হইয়াছে এবং উক্ত লংঘনের ফলে সমিতির সাধারণ সদস্যদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইয়াছে বা হইবে বা সমিতি দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার ও কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত পরিস্থিতির জন্য নিবন্ধকের বিবেচনায় দায়ী সদস্য বা সদস্যগণকে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যাখ্যা তলব সহ প্রয়োজনে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং প্রদত্ত ব্যাখ্যা বা শুনানিঅন্তে সন্তুষ্ট না হইলে দোষী সদস্য বা সদস্যগণকে বহিষ্কার করিতে বা প্রয়োজনবোধে সম্পূর্ণ কমিটি ভাঙ্গিয়া দিতে	দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ হবে।

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	দিবেন এবং তদানুসারে ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা আহ্বানে বাধ্য থাকিবে: তবে শর্ত থাকে যে, কোন সমিতিতে সরকারের এক তৃতীয়াংশ শেয়ার থাকিলে বা উক্ত সমিতি সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকিলে বা সমিতি কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি সরকার প্রদান করিয়া থাকিলে নিবন্ধক বিশেষ সভা আহবানের পরিবর্তে উক্ত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়ী সদস্যগণকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়া তাহাদেরকে কমিটি হইতে বহিস্কার করিতে বা প্রয়োজনবোধে সম্পূর্ণ কমিটি ভাংগিয়া দিতে পারিবেন।	<u>পারিবেন।</u>	
ধারা ২২(২)	(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনা কমিটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান না করিলে নিবন্ধক কারণ দর্শানোর যুক্তি সঙ্গত সুযোগ দিয়ে দোষী সদস্য বা সদস্যগণকে বহিস্কার করিতে বা প্রয়োজনবোধে সম্পূর্ণ কমিটি ভাংগিয়া দিতে পারিবেন।	**উপধারা ২২(২) বিলুপ্ত হইবে**	ধারা ২২(১) সংশোধিত হওয়ায় ধারা ২২(২) বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।
ধারা ২২(৩)	(৩) যে সমিতিতে সরকারের এক তৃতীয়াংশ শেয়ার আছে বা যে সমিতি সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে বা যে সমিতি কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি সরকার প্রদান করিয়াছে, সেই সমিতির বিষয়াবলী সরকার যে কোন সময় তদন্ত করিতে পারিবে এবং এইরূপ তদন্তে যদি দেখা যায় যে, সমিতির কাজ-কর্ম এই আইন, বিধি বা উপ-আইন লংঘন করিয়া পরিচালিত হইয়াছে বা হইতেছে এবং উক্ত লংঘন সরকার প্রদত্ত ঋণ বা গ্যারান্টি বা	**ধারা ২২(৩)** যে সমিতিতে <u>সরকারের</u> শেয়ার আছে বা যে সমিতি সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে বা যে সমিতি কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি সরকার প্রদান করিয়াছে, সেই সমিতির বিষয়াবলী সরকার যে কোন সময় তদন্ত করিতে পারিবে এবং এইরূপ তদন্তে যদি দেখা যায় যে, সমিতির কাজ-কর্ম এই আইন, বিধি বা উপ-আইন লংঘন করিয়া পরিচালিত হইয়াছে বা হইতেছে এবং উক্ত লংঘন সরকার প্রদত্ত ঋণ বা গ্যারান্টি বা	সরকারি স্বার্থ সমুন্নত রাখার স্বার্থে

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	সাধারণ সদস্যদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর তাহা হইলে সরকার কারণ দর্শানোর যুক্তি সংগত সুযোগ দিয়া সরকারের বিবেচনায় উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী সদস্য বা সদস্যগণকে ব্যবস্থাপনা কমিটি হইতে বহিস্কার করিতে বা সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা কমিটি ভাংগিয়া দিতে পারিবে।	সাধারণ সদস্যদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর তাহা হইলে সরকার কারণ দর্শানোর যুক্তি সংগত সুযোগ দিয়া সরকারের বিবেচনায় উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী সদস্য বা সদস্যগণকে ব্যবস্থাপনা কমিটি হইতে বহিস্কার করিতে বা সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা কমিটি ভাংগিয়া দিতে পারিবে। ('এক তৃতীয়াংশ' শব্দগুলো বিলুপ্ত হইবে)	
ধারা ২২(৪)	(৪) এই ধারার অধীনে আহবানকৃত বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বা উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ অনুযায়ী বা উপ-ধারা (২) বা (৩) অনুসারে কমিটির কোন সদস্যকে বহিস্কার করা হইলে বা উক্ত কমিটি ভাংগিয়া দেওয়া হইলে বহিস্কৃত সদস্য বা ভাংগিয়া দেওয়া কমিটির সকল সদস্যকে নিবন্ধক পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইবার অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবেন।	২২(৪) ধারা নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে: উপ-ধারা ২২(১) অনুযায়ী কমিটির কোন সদস্যকে বহিস্কার করা হইলে বা উক্ত কমিটি ভাংগিয়া দেওয়া হইলে বহিস্কৃত সদস্য বা ভাংগিয়া দেওয়া কমিটির সকল সদস্যকে নিবন্ধক পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইবার অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবেন।	ধারা ২২(১) সংশোধিত হওয়ায় ধারা ২২(৪) সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৩ক। (১)	সমবায় সমিতির শাখা অফিস খোলা এবং উহার নামের সহিত ব্যাংক শব্দ ব্যবহারের উপর বাধা নিষেধ।– (১) কোন সমবায় সমিতি উহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন শাখা অফিস খুলিতে পারিবে না, তবে এই বিধান কার্যকর হইবার পূর্বে কোন অনুমোদিত শাখা অফিস থাকিলে, উহা এই বিধান কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল সমিতির সাথে একীভূত হইবে অথবা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির আবেদনক্রমে উক্ত শাখা অফিস প্রাথমিক সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হইতে	(১) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ব্যতীত কোন সমবায় সমিতি উহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন শাখা অফিস খুলিতে পারিবে না, তবে এই বিধান কার্যকর হইবার পূর্বে কোন অনুমোদিত শাখা অফিস থাকিলে, উহা এই বিধান কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল সমিতির সাথে একীভূত হইবে অথবা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির আবেদনক্রমে উক্ত শাখা অফিস প্রাথমিক সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হইতে পারিবে।	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায় খাতের শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা অফিস খোলা প্রয়োজন। ***

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	পারিবে।		
ধারা ২৩খ। (১)	বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত সমবায় সমিতি কর্তৃক ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার উপর বাধা নিষেধ- (১) কোন সমবায় সমিতি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না।	ধারা ২৩খ। (১) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ব্যতীত কোন সমবায় সমিতি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না।	সমবায় সমিতি কর্তৃক ব্যাংকিং কার্যক্রমের সুযোগ না থাকায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংককে শক্তিশালী করার জন্য।
ধারা ২৬	আমানত ও ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানের উপর বাধানিষেধ।- (১) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ব্যতীত কোন সমবায় সমিতি উহার সদস্য ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান করিতে পারিবে না।	২৬ (১) এ নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজন হইবে তবে শর্ত থাকে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অনুদান এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।	সমিতির আর্থিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে
ধারা ৩২	কতিপয় ফি ইত্যাদি রেয়াতের ক্ষমতা। (২) উক্ত ফি বা পাওনা আদায় বা রায় কার্যকর করার জন্য দেওয়ানী আদালতে ১০০ (একশত) টাকার কোর্ট ফি দিয়া মামলা দায়ের করা যাইবে।	(২) উক্ত ফি বা পাওনা আদায় বা রায় কার্যকর করার জন্য দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নির্ধারিত টাকার কোর্ট ফি দিয়া মামলা দায়ের করা যাইবে।	দেওয়ানী আদালতের ফি অনুযায়ী।
৩৩ধারা	সমবায় সমিতির তহবিল বিনিয়োগ। সমবায় সমিতি উহার তহবিল নিম্নবর্ণিতভাবে বিনিয়োগ বা জমা রাখিতে পারিবে: (ক) কোন তফসিলী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বা নির্ধারিত অন্য কোন সমবায় ব্যাংকে আমানত হিসেবে, বা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সঞ্চয় পত্র বা অন্য কোন সিকিউরিটি আকারে; (খ) সমিতির কাজ-কর্ম পরিচালনা বা ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় নহে এরূপ উদ্বৃত্ত থাকিলে, সাধারণ	(খ) সমিতির কাজ-কর্ম পরিচালনা বা ব্যয় নির্বাহের	সমবায় সেক্টর শেয়ার বাজার, পুঁজি গঠন ও অন্যান্য আর্থিক কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখার জন্য।

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	সভার অনুমাদনক্রমে, উহার অনধিক ১০% অর্থ কোন কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন সিকিউরিটিতে;	জন্য প্রয়োজনীয় নহে এরূপ উদ্বৃত্ত থাকিলে, সাধারণ সভার অনুমাদনক্রমে, উহার অনধিক ৫০% অর্থ কোন কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন সিকিউরিটিতে; **(৩৩(খ) ১০% এর পরিবর্তে '৫০%' প্রতিস্থাপিত হইবে)**	
নতুন ধারা সংযোজনী ৩৩ক।		৩৩ক। সমবায় সমিতির স্থায়ী সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: যদি সরকার বা নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল সমবায় সমিতিতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব বা বৈধ কর্তৃপক্ষ বা সমিতির সদস্যপদের বৈধতা নিশ্চিত নয়, সেই সকল সমবায় সমিতির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ বা জনস্বার্থে ব্যবহারের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক একজন প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক উক্ত সম্পত্তিতে সরকারি অর্থায়নে স্থাপনা নির্মাণসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।	নিস্ক্রিয় এবং সক্রিয় সমবায় সমিতির সদস্যদের উন্নয়নের স্বার্থে স্থায়ী সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নতুন ধারাটি সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
নতুন ধারা সংযোজনী ৩৩খ।		৩৩খ। সমবায় সমিতির স্থায়ী সম্পদ ব্যবহার করিয়া সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একক বা যৌথভাবে উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবেন।	নিস্ক্রিয় এবং সক্রিয় সমবায় সমিতির সদস্যদের উন্নয়নের স্বার্থে স্থায়ী সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নতুন ধারাটি সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
ধারা ৩৪।(১)(ক)	মুনাফার বিনিয়োগ ও বণ্টন। (১) প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে	৩৪(১)(গ) উপ-ধারা নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে:	

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	উহার নীট মুনাফা হইতে নিম্নবর্ণিত পরিমাণের অর্থ সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি করিবে:- (গ) সমবায় উন্নয়ন তহবিলের চাঁদা ৩%: তবে এই ৩% এর মধ্যে ২% সমবায় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণ একাডেমীসমূহের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে।	(গ) সমবায় উন্নয়ন তহবিলের চাঁদা ২%: তবে এই ২% এর মধ্যে ১% সমবায় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণ একাডেমীসমূহের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে।	
ধারা ৩৪(৩)খ	(৩) সংরক্ষিত তহবিল এবং কুঋণ বা সন্দিগ্ধ ঋণ তহবিল নিম্নবর্ণিতভাবে বিনিয়োগ বা জমা রাখিতে হইবে:- (খ) যে কোন তফসিলী ব্যাংকে বা নির্ধারিত অন্য কোন ব্যাংকে আমানত হিসেবে।	(৩)(খ) যে কোন তফসিলী ব্যাংকে বা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকে বা নির্ধারিত অন্য কোন ব্যাংকে আমানত হিসেবে।	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি:-কে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে।
ধারা ৩৫	সমবায় সমিতির সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর বিধি-নিষেধ।– কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার অনুমতি ব্যতিরেকে ইহার স্থাবর সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা পাঁচ বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না: তবে শর্ত থাকে যে, কোন সমিতিকে সরকারী ঋণ, বিনিয়োগ, অগ্রিম অথবা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হইলে বা সরকারী গ্যারান্টি থাকিলে ঐ সকল সমিতি কর্তৃক উল্লিখিত বিক্রয়, বিনিময় বা ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের লিখিত পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।	সমবায় সমিতির সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর বিধি-নিষেধ।– কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার সুপারিশ ও নিবন্ধকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইহার স্থাবর সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা পাঁচ বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না: তবে শর্ত থাকে যে, কোন সমিতিকে সরকারী ঋণ, বিনিয়োগ, অগ্রিম অথবা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হইলে বা সরকারী গ্যারান্টি থাকিলে ঐ সকল সমিতি কর্তৃক উল্লিখিত বিক্রয়, বিনিময় বা ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের লিখিত পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।	সমিতির সাধারণ সদস্যদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিবন্ধকের পূর্বানুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, যে সকল সমিতিতে সরকারি স্বার্থ রয়েছে তা রক্ষার্থে সরকারের পূর্বানুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	(২) উপ-ধারা (১) ও উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গ করিয়া কোন সমবায় সমিতির সম্পদ হস্তান্তর করা হইলে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস, তবে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।	(২) উপ-ধারা (১) ও উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গ করিয়া কোন সমবায় সমিতির সম্পদ হস্তান্তর করা হইলে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস, তবে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।	
ধারা ৪০	গ্রহীতা মনোনয়ন। প্রাথমিক সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য এমন একজন একক (Individual) ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন যিনি সমিতির সদস্য নহেন এবং যিনি ঐ সদস্যের মৃত্যুর পর তাঁহার শেয়ার এবং তদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও দায় দায়িত্ব অর্জন করিবেন; এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন আইন প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্ত মনোনীত ব্যক্তি উক্ত সদস্যের মৃত্যুর পর সমিতিতে তাহার শেয়ার এবং তদ্‌সংক্রান্ত সকল অধিকার, অর্জন ও দায়-দায়িত্ব বহন করিবেন।	ধারা ৪০ এ নতুন শর্তাংশ যোগ হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, মনোনীত ব্যক্তির অবর্তমানে উত্তরাধিকার আইন প্রযোজ্য হবে।	উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।
ধারা ৪৩(১)	নিরীক্ষার ব্যাপারে নিবন্ধকের ক্ষমতা।- (১) প্রত্যেক সমবায় সমিতির হিসাব পত্র প্রতি সমবায় বর্ষে অন্ততঃ একবার নিরীক্ষা করার জন্য অধিদপ্তরের কোন কর্মচারীকে বা অন্য ব্যক্তিকে বা উক্ত সমবায় সমিতিকে অনুদান বা ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারীকে নিবন্ধক ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন এবং নিরীক্ষক উক্ত সমিতির সকল সম্পদ ও হিসাবপত্রসহ অন্যান্য সকল রেজিষ্টার ও বহি নিরীক্ষা করিতে পারিবেন। (২) সমবায় সমিতি ইহার হিসাবপত্র নিরীক্ষার জন্য	(১) প্রত্যেক সমবায় সমিতির হিসাব পত্র প্রতি অর্থবছরে অন্ততঃ একবার নিরীক্ষা করার জন্য অধিদপ্তরের কোন কর্মচারীকে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নিবন্ধক ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং নিরীক্ষক উক্ত সমিতির সকল সম্পদ ও হিসাবপত্রসহ অন্যান্য সকল রেজিষ্টার ও বহি নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।	সমিতিকে নিরীক্ষার ক্ষমতা প্রদান করলে সমিতির সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে না।

Scanned with CamScanner

ধারা নং	বিদ্যমান আইন	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
	বিধি মোতাবেক ফি প্রদান করিবে।		
নতুন ধারা সংযোজন ধারা ৪৬ ক।		৪৬ ক। অডিট সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হিসাব বিবরণী দিতে ব্যর্থ সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে ধারা ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।	সমবায় সমিতিসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও অডিট কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের জন্য নতুন ধারা সংযোজের প্রস্তাব করা হয়েছে।
ধারা ৫১ ক		নতুন ধারা সংযোজন: ধারা ৫১ ক। কোনো বিরোধে জামানত হিসাবে কোন সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া না থাকিলেও এই আইনের অধীনে প্রদত্ত রায়ের কার্যকারিতা বাস্তবায়নের জন্য দেওয়ানী আদালতের মাধ্যমে ঋণ গ্রহিতার অস্থায়ী ও স্থায়ী সম্পদ ক্রোক (Attachment) পূর্বক চূড়ান্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে।	অনেক ক্ষেত্রে সম্পত্তি বন্ধক ব্যতীত অঙ্গীকারনামা ও চুক্তিনামা সম্পাদনের মাধ্যমে সমবায় সমিতি এবং সমবায় সমিতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ঋণ দাদন করা হয়ে থাকে। উক্ত ঋণের অর্থ আদায়ের নিমিত্ত ৫১ ক। নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner